যুগান্তর

তারিখ ... 27 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...৪...

রাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষকদের দ্বন্দ্বে জিম্মি সাড়ে ৫শ' শিক্ষার্থী

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের দু'পক্ষের দ্বন্দ্বে একাডেমিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। আটকে গেছে বিভাগের পাঁচটি শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা। গত অক্টোবর মাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার শিডিউল থাকলেও তা হয়নি। জানুয়ারি মাসব্যাপী শীতকালীন ছুটি থাকায় আগামী দুই-তিন মাসেও পরীক্ষা হবে কিনা— তা নিয়ে চরম সংশয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিভাগের সাড়ে ৫শ' শিক্ষার্থীকে জিম্মি করে রেখেছেন বিভাগের ১৩ জন শিক্ষক। শিক্ষকদের দ্বন্দ্বে পরীক্ষা আটকে থাকার বিষয়ে ভয়ে তারা কোনো আন্দোলন কর্মসূচিও দিতে পারছে না। একাডেমিক কমিটির সভা আহ্বান করলেও ১১ শিক্ষক অংশ নিচ্ছেন না। পরীক্ষা কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়াসহ নানা কারণে ভেঙে পড়েছে বিভাগটির শিক্ষার পরিবেশ।

আটকে আছে পাঁচ শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা

বিভাগ সূত্র জানায়, ২৭ জুলাই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুখসানা পারভীনের বিরুদ্ধে শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিভাগের অন্য শিক্ষকদের নামে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগ তুলে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক নাসিমা জামানের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন ১১ শিক্ষক। এর ভিত্তিতে ৩১ জুলাই তলবি সভা আহ্বান করা হলেও তা অনুষ্ঠিত হয়নি। এরপর ৩১ জুলাই শিক্ষক রুখসানা পারভীন বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক নাসিমা জামানের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এম আবদুস সোবহানের কাছে ওই ১১ শিক্ষকের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেন। এতে যৌন হয়রানি, অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়। এরপর ২ আগস্ট বিভাগের সভাপতির প্রতি অনাস্থা জানিয়ে ভিসিকে লিখিত অভিযোগ দেন ১১ শিক্ষক। ৪ আগস্ট তারা সংবাদ সম্মেলন করে সভাপতি ও শিক্ষিকার করা যৌন হয়রানি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেন এবং সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে একাডেমিক সভায় সভাপতির একক সিদ্ধান্ত অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়া, বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাইরে ফাঁস করে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা, শিক্ষকদের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচার ও অশোভন আচরণসহ বিভিন্ন অভিযোগ তোলা হয়। বিভাগের মাস্টার্সের তিন শিক্ষার্থী জানান, বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে নোংরামির মাত্রা ছাড়িয়েছে। শিক্ষার্থীরা কোনো পক্ষে টু শব্দ করলেও তা প্রতিক্রিয়া আসছে শিক্ষকদের দিক থেকে। ভয়ে শিক্ষার্থীরা দ্রুত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কোনো কর্মসূচি বা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিতেও রাজি নয়। অন্য ৪ বর্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তিন মাস আগে ক্লাস শেষ হয়েছে। এখনও ফরম পূরণের কাজ শুরু হয়নি। পরীক্ষা নিয়ে শঙ্কায় শিক্ষার্থীরা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক নাসিমা জামান বলেন, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ১৬ অক্টোবর একাডেমিক কমিটির সভা ডেকেছিলাম। কিন্তু শিক্ষকরা তাতে সাড়া দেননি। পরে ১৮ অক্টোবর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে তিনি মর্মাহত জানিয়ে বলেন, শিক্ষকরা নিজেদের দ্বন্দ্বের কারণে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে রেখেছে, এটা সত্য। বিষয়টির সমাধান আমার হাতে নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তারা ব্যবস্থা নেবে।

বিভাগের সভাপতি নাসিমা জামান ও সহকারী অধ্যাপক রুখসানা পারভীনের প্রতিপক্ষ গ্রুপের ১১ শিক্ষকের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন রাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রুহুল আমিন, অধ্যাপক এম আমিনুর রহমান, অধ্যাপক এসএম একরাম উল্যাহ প্রমুখ। অধ্যাপক এম আমিনুর রহমান বলেন, 'বিষয়টি কর্তৃপক্ষ কমিটি গঠন করে তদন্ত করছে। তদন্তাধীন বিষয়ে কিছু বলা ঠিক হবে না।' তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক আখতার ফারুক বলেন, 'চলতি মাসের শুরুর দিকে এ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া হয়েছে।' রাবি প্রোভিসি অধ্যাপক ড. আনন্দ কুমার সাহা জানান, 'ভিসি স্যার বিষয়টি তদন্তে একটি কমিটি করে দিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে পরে আর কোনো আলোচনা হয়নি। যদি তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দেয়, তাহলে দ্রুত সিদ্ধান্ত আসবে।'